দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 11 MAR 2017
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ২

দোহার-নবাবগঞ্জ (ঢাকা) : সুবিধাবঞ্চিত নারী ও শিশুদের পাঠদান করছেন মাধুরী বণিক —ইত্তেফাক

নারী ও শিশু শিক্ষায় আলো ছড়াচ্ছেন মাধুরী বণিক

■ দোহার-নবাবগঞ্জ (ঢাকা) সংবাদদাতা

পঞ্চাশ বছর ধরে বিনা পারিশ্রমিকে শিক্ষার আলো ছড়াচ্ছেন সদালাপী ও সাদা মনের মানুষ মাধুরী বণিক।

১৯৬৮ সালে ছাত্রজীবন থেকে সুবিধাবঞ্চিতসহ নারী ও শিশুদের অক্ষরজ্ঞান দান করে আসছেন তার ফ্রি স্কুলে। বর্তমানে তিনি কলাকোপা ও যন্ত্রাইল ইউনিয়নের তিনটি স্কুলে ১৯ জন প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী এবং ১৩০ জন নিরক্ষর মা ও শিশুকে শিক্ষাদান করছেন। শিক্ষার্থীদের আদর্শ মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠাই তার মূল উদ্দেশ্য। তার শিক্ষা পদ্ধতিও বেশ শ্রুতিমধুর। ক্লাসের শুরুতেই শেখান জাতীয় সংগীত পরিবেশন ও জাতীয় পতাকার প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং শরীর চর্চা। দেশের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ গুরুজনদের সম্মান করার শপথ তার নিত্যদিনের ক্লাসের একটি অধ্যায়। এছাড়া শিশুদের শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ করতে বিস্কুট, চকোলেটসহ নানা পুরস্কারও থাকে। সপ্তাহের বৃহস্পতিবার তিনি খেলাধুলা করান। এতে বিজয়ীদেরও বিশেষ পুরস্কার দেন নিজের টিউশনির উপার্জন থেকে। তাই তার স্কুলের শিক্ষার্থী নারীরা তাকে নারী প্রতিষ্ঠার আন্দোলন কর্মী বলে অভিহিত করেন।

কলাকোপা ইউনিয়নের পানালিয়া গ্রামের 'মা' শিক্ষার্থী মিনু আক্তার বলেন, আমার পার্শ্ববর্তী গ্রামেই দিদির (মাধুরী বণিকের) বাড়ি। ছেলে আর আমি দুইজনেই তার শিক্ষার্থী। ক্লাসে নিজে পড়ি ছেলেকেও পড়াই। তার শিক্ষাপদ্ধতি আমার খুব ভালো লাগে। অল্প কদিনেই নিজের নাম লিখতে শিখেছি।

মাধুরী বণিক জানান, তিনি ব্যক্তিগত জীবনে অবিবাহিত। তার বর্তমান বয়স ৬২ বছর। ১৯৭৭ সালে দোহার নবাবগঞ্জ কলেজ থেকে ডিগ্রি পাস করেন। ছাত্র জীবনে তিনি কলেজ শাখা ছাত্রলীগের মহিলা বিষয়ক সম্পাদিকা ছিলেন। ছাত্র থাকাকালীন ১৯৭০ সালে তিনি নারী আন্দোলন শুরু করেন। সে সময়ে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন নারী সংগঠন নবাবগঞ্জ উপজেলা মহিলা সংঘ। তিনি সে সময় থেকে আজ পর্যন্ত সংগঠনের আজীবন প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি। ১৯৭১ এর মুক্তিযুদ্ধের সময়ে তিনি অস্ত্র সংরক্ষণের কাজ করেছেন। ২০১৫ সালে সামাজিক কর্মের স্বীকৃতিস্বরূপ নবাবগঞ্জ উপজেলায় শ্রেষ্ঠ জয়ীতা পুরস্কারে ভূষিত হন তিনি।